দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ FEB 20 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

129

জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নেই॥ শিক্ষকতার বাইরে কনসালটেন্সি

মামুন-অর-রশীদ

১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সে শিক্ষকদের কাজের কোন জবাবদিহিতা না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকদের শিক্ষকতার বাইরে বিভিন্ন ধরনের কনসালটেন্সিতে জড়িত হবার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। এর ফলে

'৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স

শিক্ষকদের মূল দায়িত্ব শিক্ষাদান দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এই কারণে কমে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই চিত্র আরও ভয়াবহ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় অধ্যাদেশ '৭৩ সংশোধনীর চিন্তাভাবনাও করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য অনুমোদিত সাড়ে পনেরো শ' পদের মধ্যে শিক্ষক আছেন সাড়ে বারো শ'। এদের মধ্যে ৪শ' ৭৫ জন বর্তমানে বিভিন্ন এনজিও ও জাতিসংঘ সংস্থার বিভিন্ন অফিসে পার্টটাইম চাকরি করছেন। এছাড়া দেড় শতাধিক শিক্ষক সারা বছরই ছুটিতে থাকেন। কর্তৃপক্ষ এ অবস্থা দূরীকরণের জন্য একাধিকবার চিন্তা করার পরেও কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ছুটিতে থাকা এসব শিক্ষক বিদেশে পিএইচডি করতে গেলেও তাঁরা পিএইচডি না করে বিভিন্ন চাকরি করেন। এছাড়া যাঁরা দেশে থাকেন তাঁদের অনেক শিক্ষকই ক্লাস ফাঁকি দিয়ে এনজিও'র কনসালটেন্সি করেন। বিভিন্ন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ৯ জন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছ'জন, অর্থনীতি বিভাগের ৭ জন, আইবিএ'র ১২ জন শিক্ষক ও সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ২৫/৩০ জন শিক্ষক আইন বিভাগের দু'জন শিক্ষক কনসালটেন্সি করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কোন শিক্ষক যদি পার্টটাইম কাজ করতে চান তবে তাঁকে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে এবং পার্টটাইম মাধ্যমে আয়কৃত অর্থ থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে। আর যদি কেউ ফুলটাইম কাজ করতে চান সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব নিয়মের কেউ ধার ধারে না। শিক্ষকরা চলছেন নিজেদের ইচ্ছামতো। আইন বিভাগের একজন শিক্ষক 'গ্রামীণ কোর্ট' প্রজেক্টে ছুটি ছাড়া ফুলটাইমার হিসাবে মোটা বেতনে কাজ করেছেন। আবার নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের জনৈক শিক্ষক দেড় বছর পর্যন্ত পরীক্ষার খাতা দেখে জমা না দেয়ার কারণে সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে– তিনি আগামী দু'বছর কোন পরীক্ষার খাতা পাবেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা এসব করছেন তাঁদের একটি বড় অংশ শিক্ষক রাজনীতিতে সক্রিয়। এঁরা শিক্ষক রাজনীতি করছেন যাতে কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে না পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক দল শিক্ষক রাজনীতি করেন প্রশাসনকে চাপের মুখে রেখে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আদায় করার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত ও বাম সংগঠনগুলো সমর্থক শিক্ষক প্যানেল থাকলেও কখনও কখনও সুবিধা পাওয়ার জন্য শিক্ষকরা এসব ব্যবধান ভুলে যান এবং সমঝোতার মাধ্যমে সুবিধা গ্রহণ করেন। এর বাইরেও কিছু সৎ আদর্শ শিক্ষক আছেন যাঁরা আদর্শ এবং দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে রাজনীতি করেন। কিন্তু এঁদের সংখ্যা খুবই কম। এসব শিক্ষকের অনেকেই নেতা-নেত্রীদের চাটুকারিতা করতে না পারার কারণে যোগ্যতা থাকার পরেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে বঞ্চিত হন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারে সকল ষড়যন্ত্রের পরেও তাঁদের আলাদা ভাবমূর্তি থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেড় শতাধিক শিক্ষক আছেন যাঁরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। কর্তৃপক্ষ এঁদের খোঁজ রাখে না। প্রতিবছরই গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কম বেশি বরাদ্দ থাকে কিন্তু এখানে গবেষণার মাধ্যমে আদৌ কি কিছু আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে– এ প্রশ্ন ক্যাম্পাসের বিভিন্ন মহলের। এশিয়া-ওসেনিয়া অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থান করে নিলেও স্থান নির্ধারণী সূচক শিক্ষকদের গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় অনেক পিছিয়ে। এই প্রসঙ্গে প্রক্টর একেএম নূর-উন-নবী বলেন, অধ্যাপক হওয়ার জন্য প্রকাশনার যে বাধ্যবাধকতা থাকে শিক্ষকরা আগ্রহ নিয়ে সেই পর্যন্তই করেন। এরপর অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইনক্রিমেন্ট দেয়ার জন্য যদি গবেষণার শর্ত জুড়ে দেয়া হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা অনেক বেড়ে যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে রকমই চিন্তা করছে বলে তিনি জানিয়েছেন। নূর-উন-নবী বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ক'টাকা বেতন পান, তা দিয়ে তাঁদের জীবন চলে কি না এ বিষয়টিও ভেবে দেখতে হবে। একপাক্ষিকভাবে কেবল তাঁদের দায়ী করলেই হবে না।